দৈনিক ইত্তেফাক

12

18 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

আরও ৪১টি থানায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু

ঝিনাইদহ হইতে স্বপন সাহা ॥ বর্তমান সরকার ঘোষিত আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্তকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১লা জুন হইতে আরও ৪১টি থানা গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের এক কর্মসূচী হাতে নিয়াছে।

এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হইয়াছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সূত্রে জানা যায়, এই সকল থানায় ১২ হাজার ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে এবং কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ১১ হইতে ৪৫ বছর পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৫০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দান করা হইবে। প্রতিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ জনকে এক সাথে পাঠদান করা হইবে। সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এনজিও'র মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হইতেছে। এই জন্য ৯৯টি এনজিও'কে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হইয়াছে। কর্মসূচীর অধীন পাঠদানের মেয়াদ এক বছর এবং শিক্ষার্থী প্রতি খরচ ধরা হইয়াছে ৪৯৪ টাকা ৯৮ পয়সা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত এনজিওগুলি সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা কো-অর্ডিনেটরের সাথে পরামর্শ করিয়া কর্ম এলাকায় গ্রাম, মহল্লা ও ইউনিয়ন নির্বাচন করিবে। তবে থানার যে ইউনিয়ন বা গ্রামে আদৌ কোন বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী নাই সেইসব ইউনিয়ন বা গ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর বয়স্ক নিরক্ষর নারী-পুরুষের তালিকা তৈরী করিয়া কর্মসূচীর কাজ শুরু করিতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রগুলির শতকরা ৫০ ভাগ অবশ্যই মহিলাদের জন্য বরাদ্দ থাকিবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাড়ীঘর, বৈঠকখানা, ক্লাব, মাদ্রাসা, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীতে প্রতি কেন্দ্রে দেড়শত শিক্ষার্থী থাকিবে। কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীরা যাহাতে ঝরিয়া না পড়ে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকার এসএসসি পাস মহিলা ও পুরুষকে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। আর ১৫টি কেন্দ্র পিছু কমপক্ষে এইচএসসি পাস একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হইবে। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও সুপারভাইজার নিয়োগকালে কর্ম এলাকার বেকার, স্বেচ্ছা-সেবানুরাগী ও এলাকার মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে বলা হইয়াছে। সপ্তাহে একদিন ছুটি বাদে ৬ দিন পাঠদান চলিবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সময়ে পাঠদানের সময়সূচী নির্ধারণ করিতে বলা হইয়াছে।

এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী এনজিওগুলিকে শিক্ষার্থীদের আয় বর্ধক ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করিতে বলা হইয়াছে। সুপারভাইজার ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ১০ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাহাদেরকে মাসিক সম্মানী দেওয়া হইবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১-এর আওতায় দেশের ৫০টি থানায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম চলিতেছে। ইহার আগে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (ইনফেপ) নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের অধীন '৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ লক্ষ ৩৬ হাজার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষাদান করা হয়।